ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

আইনি বিপাকে শিল্পা শেঠি

পৃঃ ৫

আমাকে ব্যালন ডি'অর দিতে তারা প্রস্তুত নয় : ভিনি

পৃঃ ৬

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ২৯৬ ● কলকাতা ● ১৮ কার্ত্তিক, ১৪৩১ ● সোমবার ● ০৪ নভেম্বর, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

কানাডার শত্রু দেশের তালিকায় যুক্ত হল ভারত

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : খালিস্তান পন্থী শিখ নেতা হরদীপ সিং নিজ্জার হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে কানাডা-ভারতে সম্পর্ক এখন তলানিতে। উত্তেজনার এই পরিস্থিতিতে ভারতকে শত্রু দেশের তালিকায় ফেলেছে কানাডা। শনিবার (০২ নভেম্বর) সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি জানিয়েছে, জাস্টিন ট্রুডোর নেতৃত্বাধীন কানাডিয়ান সরকার ভারতকে সাইবার নিরাপত্তায় 'শত্রু দেশ' হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছে।

এতে বলা হয়, ভারতকে 'সাইবার প্রতিপক্ষ' হিসেবে অ্যাখ্যায়িত করেছে কানাডা। এর প্রতিক্রিয়ায় ভারত বলেছে, আন্তর্জাতিকভাবে তাদের আক্রমণ ও ক্ষতি করার জন্য কানাডা নতুন আরেকটি কৌশল হাতে নিয়েছে।

গতকাল শনিবার সংবাদ সম্মেলনে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র জানিয়েছেন, কানাডার সরকারের কিছু কর্মকর্তা প্রকাশ্যে স্বীকার করেছেন কানাডা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তারা ভারতের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। তিনি দাবি করেছেন ভারতকে 'সাইবার প্রতিপক্ষ' অর্থাৎ সাইবার শত্রু হিসেবে তালিকাভুক্ত করতে কানাডা কোনো শক্তিশালী প্রমাণ উপস্থাপন করেনি।

নয়াদিল্লিতে এক সংবাদ সম্মেলনে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধির জয়সওয়াল বলেন, 'আমরা একে ভারতকে আক্রমণ ও বদনাম করার আরেকটি কানাডীয় কৌশল হিসাবে দেখছি। তাদের

এরপর ৩ পাতায়

কৃষ্ণ কালী মন্দিরের সেবিকা মঙ্গোলা মা নিউজ সারাদিনের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার ও

রাষ্ট্রপতির প্রশংসিত শিল্পী ও সাংবাদিক স্বপন দত্ত বাউলের মুখোমুখি হলেন বাউল গানে,কথায় , বক্তব্যে হাজার হাজার দর্শকের মাঝে

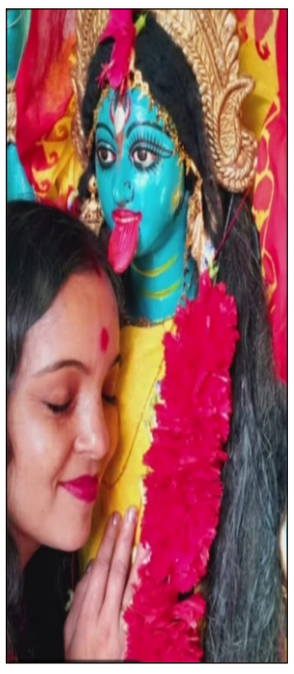

স্টাফ রিপোর্টার নিউজ সারাদিন : কৃষ্ণ কালি মাকে নিয়ে পুজো করেন দেই সেবিকা মঙ্গলা মাকে নিয়ে অনেক অনেক নেগেটিভ খবর হয়েছে অন লাইনে নেট দুনিয়ায়। কৃষ্ণ কালী মায়ের মন্দিরে পুজো করেন সেবিকাকে অনেকেই ভন্ড বলেছে ভন্ডামি করছে বলেছে । তার উপর বাড়িতে এই বিষয়ে অত্যাচার ও হয়েছে তাকে অসম্মান ,অপমান করা হয়েছে জনসমাজে নেট দুনিয়ায় সেই খবর ছড়িয়ে দিয়ে। এই নেগেটিভ খবর দেখার কিছুদিন পর শোনা গেলো ও দেখা গেলো মঙ্গলা মা তার কৃষ্ণ কালী মায়ের মন্দির নিজের বাড়ি থেকে অন্য জায়গায় সরিয়ে পাঁচ নম্বর ইছলা বাদের এক খোলা মেলা পর্ণ কুঠিরে কৃষ্ণ কালি মাকে প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিদিন হাজার হাজার,হাজার হাজার ভক্তবৃন্দরা মায়ের মন্দিরে আসছে । দিনদিন ভক্ত বৃন্দদের ভিড় বাড়ছে। সেই খবর শোনা মাত্র নিউজ সারাদিন দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার ও প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির প্রশংসিত আশির্বাদ ধন্য উপহার স্বরূপ পুরস্কার প্রাপ্ত শিল্পী এবং সাংবাদিক স্বপন দত্ত বাউল রবিবার ভাইফোঁটার দিনে মায়ের মন্দিরে উপস্থিত হন। এবং হাজার হাজার ভক্ত বৃন্দ দের মাঝে প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে মঙ্গলা মায়ের সঙ্গে তার কর্ম কান্ড নিয়ে আলাপ আলোচনা করেন। স্বপন দত্ত বাউল কৃষ্ণ কালি মাকে নিয়ে মায়ের মাহিত্য নিয়ে নিজে গান লিখে নিজে সুর করে বাউল গান গেয়ে মন্দিরের আগত ভক্তবৃন্দ দের ও মঙ্গলা মাকে খুশি করেন। মন্দিরের সেবিকা মঙ্গলা মা স্বপন দত্ত বাউলের আধ্যাত্মিক চেতনায় গানের ভাবে মোহিত হয়ে যান এক এক সময় গান শুনতে শুনতে মঙ্গলা মায়ের দু চোখ জলে ভরে যায় এবং আধ্যাত্মিক বাউল গানে কৃষ্ণ কালি মায়ের মন্দির মুখরিত করেন হাজার হাজার ভক্ত বৃন্দ দের মাঝে সেখানে উপস্থিত ছিলেন কৃষ্ণ কালি মায়ের মন্দিরের সেবিকা

এরপর ৩ পাতায়

মৃত্যুঞ্জয় সরদারের আটটি বইয়ের মধ্যে
কলকাতার কলেজ স্ট্রিটে
চারটি বই পাওয়া যাচ্ছে।
অন্যান্য বইগুলো সব বিক্রি হয়েছে।

কলেজ স্ট্রিটে
পাওয়া যাচ্ছে বইগুলোর নাম

ঈশ্বরী কথা আর
মাতৃ শক্তি
কলেজ স্ট্রিট
কেশব চন্দ্র স্ট্রিটে,
অশোক পাবলিশিং হাউসে

সুন্দরবন ও
সুন্দরবনবাসি
বর্ণপরিচয় বিল্ডিংয়ে
উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দিরে

কলেজ স্ট্রিট সারাদিন পাবলিকেশনের পাওয়া যাচ্ছে
আর্তনাদ নামের বইটি।
এই বইটি অনলাইনে বুক করলে পোস্ট অফিসে বাড়ি পৌঁছে যাবে।

যোগাযোগ নম্বর ৯৫৬৪৩৮২০৩১

আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বাংলা মাধ্যম)

সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন

(বালক ও বালিকা পৃথক ক্যাম্পাস)
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি) বিজ্ঞান ও কলা বিভাগ

E-mail : sarberia.annoor.mission@gmail.com ● Contact : 9732531171

২০২৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি সংক্রান্ত তথ্য (পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণি)

পরীক্ষা কেন্দ্র সরবেড়িয়া আন নূর মিশন
সরবেড়িয়া, এফ.এস.হাট, ন্যাজাট, উঃ ২৪ পরগনা

ফর্ম বিতরণ চলছে (অফলাইনে)

ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ৩রা নভেম্বর ২০২৪
ভর্তি পরীক্ষার তারিখ : ১০ই নভেম্বর ২০২৪ রবিবার দুপুর ১২টা
ফলাফল প্রকাশিত হবে : ১৭ই নভেম্বর ২০২৪ রবিবার দুপুর ২টা

ফলাফল জানা যাবে www.annoormission.org
এই website notice board-এ

সফল ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবক/অভিভাবকা সাক্ষাৎকার ও
ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হবে ২২শে নভেম্বর থেকে ৩০শে নভেম্বর ২০২৪
ফর্মের মূল্য : ৫০.০০ টাকা

Girl's Hostel

Boy's Hostel

আবাসিক শিক্ষক চাই
বায়োলজি
এমএসসি অনার্স ও একজন
কম্পিউটার
টিচার লাগবে
সত্বর Resume mail করুন

ফর্ম পাওয়ার জন্য বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন ফর্ম বিতরণ কেন্দ্রগুলিতে

❖ সরবেড়িয়া আন নূর মিশন
সরবেড়িয়া, এফ.এস. হাট, ন্যাজাট, উঃ ২৪ পঃ
মোঃ - ৯৫৬৪০১১৯০৬ / ৯৭৩৪৫৪৯৫০৫

❖ নিউ বিশ্বাস জেরক্স
মুরারীসাহা চৌমাথা, ভেবিয়া, উঃ ২৪ পঃ
মোঃ - ৯৬০৯০৮২৪১৬

❖ আদর্শ শিশু নিকেতন
ভাঙনখালি, (কলতলা মোড়) বাসন্তী, দঃ ২৪ পঃ মোঃ - ৮১৪৫২৫০০৮০

❖ সাগরিকা লাইব্রেরী
বিজয়গঞ্জ বাজার, ভাঙ্গর, দঃ ২৪ পঃ মোঃ - ৯৭৩৫২৮০৪০৭

❖ আরফান আলি বিশ্বাস
দেবগ্রাম, কাটোয়া মোড়, নদীয়া মোঃ - ৯১৫৩৯৩২৯০৬

বাঁধনা পরবে মেতে উঠে গান ধরেছেন

রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী চূড়ামনী মাহাত

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : নিউজ সারাদিন : জঙ্গলমহলের মূলবাসীদের একটি প্রধান কৃষিসংস্কৃতি কেন্দ্রীক উৎসব হলো বাঁদনা। এই উৎসব সাধারণত কালীপূজা অমাবস্যার দিন থেকে শুরু হয় । সাধারণতঃ তিন দিন চলে গো-বন্দনার এই উৎসব।কোথাও কোথাও চার-পাঁচদিন চলে এই বাঁদনা পরব। কালীপূজার অমবস্যা রাত থেকে থেকে জাগরণ শুরু হয়ে যায় প্রতিটি ঘরে ঘরে।এটা সারা রাত ধরে চলে। বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র ও আহিরা গানের মাধ্যমে গরুকে জাগিয়ে রাখার কাজ চলে শুক্রবার দুপুরে থেকে গোঠপূজা করে গরুকে দিয়ে গরুর পায়ে ডিম ভাঙানো বাঁদনা উৎসব শুরু হয়ে গেছে। অমাবশ্যার পরের দিন অর্থাৎ উৎসবের দ্বিতীয় দিন শনিবার প্রতিটি বাড়িতে গোয়ালে গরুকে পূজা করারা সাথে সাথে চালের গুড়ি আর পাইনা লতা বেটে বাড়ির আঙিনায় আলপনা বা চোক পুরা দেওয়া হয়। এদিন লাঙল, জোয়াল, মই প্রভৃতি চাষের যন্ত্রপাতি পরিষ্কার করা হয়। গৃহকর্তা জমি থেকে এক আঁটি ধান কেটে এনে ধানের শীষ দিয়ে অলঙ্কার তৈরী করে গরু বা মোষের শিংয়ে পরিয়ে দেন। চাষের যন্ত্রপাতিগুলিকে পূজার পরে ঘরের ছাদে রেখে আসা হয়। এগুলিকে মাঘ মাসের প্রথম দিনে হালপুহ্নার দিনে নামিয়ে আনা হয়। রবিবার তৃতীয় দিনে অনুষ্ঠিত হচ্ছে গরু খুঁটান পর্ব। সমস্ত জঙ্গলমহল বাসীর সাথে সাথেই এই উৎসবে সামিল হয়েছেন প্রাক্তন বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী চূড়ামণি মাহাতো। তিনিও তাঁর পৈতৃক ভিটায় আমলাচটিতে বাঁদনা পরবের নানা রীতি পালনে ব্রতী হয়েছেন।

ম্যানগ্রোভ গাছের সাথে সই, সাগরদ্বীপের মহিলাদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, সাগরদ্বীপ : নিউজ সারাদিন : ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় সাতসকালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে, কোলাকুলি, আলিঙ্গন করে ম্যানগ্রোভ গাছের সঙ্গে সই (বন্ধুত্ব) পাতালেন কয়েক'শ মহিলা। রবিবার এই পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ক অনুষ্ঠানটি হয়েছে দক্ষিণ সাগরদ্বীপের বাহিরপ্লট গ্রামে। এদিন মহিলারা ম্যানগ্রোভ সংরক্ষণ এবং সচেতনতা বিষয়ক লেখা একাধিক পোস্টার হাতে নিয়ে মুড়িগঙ্গা নদীর তীরে মিছিল করেন, সুন্দরবনের বিভিন্ন জীবজন্তুর মুখোশ পরে পড়ার শিশু ও কচিকাঁচারাও হাজির হয়েছিল মা-মাসি-পিসিদের সঙ্গে। এদিন ভাইফোঁটার উপাচার নিয়ে খুব সকালে মহিলারা উপস্থিত হয়েছিলেন। পরে নদীর চরে নেমে জোয়ারের জলে দাঁড়িয়ে একটি বিশাল বাইন গাছকে নতুন শাড়ি পরিয়ে রঙিন বনফুলের মালা আর চন্দনের ফোঁটা দেন এবং বন্ধুত্ব পাতানোর গান গায়, 'ওলো সই ওলো সই, আমার ইচ্ছা করে তোদের মতো মনের কথা কই'। অন্যান্য আরও মহিলাদের মধ্যে ম্যানগ্রোভ রক্ষার বিষয়ে উৎসাহ যোগাতে সবাই পরস্পরের হাতেহাত ধরে গাছকে প্রদক্ষিণ করে গান গায়, 'তোরা হাত ধর প্রতিজ্ঞা কর চিরদিন তোরা সই হয়ে থাকবি, সই কথার মর্যাদাটা রাখবি।' ঘটনার সময় দূর থেকে পাখির সুরেলা কণ্ঠও ভেসে আসছিল। জোয়ারের জলে দাঁড়িয়ে নাচেগাছে মহিলাদের গাছের সঙ্গে 'সই পাতানো' অনুষ্ঠানে পাখির সুরে মেতে উঠেছিল প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ পরিবেশ। মহিলাদের নিজস্ব চিন্তা ভাবনার এই অভিনব অনুষ্ঠান দেখতে এদিন নদী সংলগ্ন গ্রাম ও আশপাশ এলাকার অসংখ্য মানুষ নদীর পাড়ে ভিড় করে ছিলেন। নদীর চরে ম্যানগ্রোভের প্রাচীর গড়া এবং রক্ষা করতে মেয়ে-বৌমাদের অদম্য চেষ্টার এই প্রয়াসকে উৎসাহ দিতে অনুষ্ঠান চলাকালীন সময় নদীর পাড়ে উপস্থিত থেকে বাড়ির বয়স্কা মহিলাও উলুধ্বনি-শাক-ঘন্টা বাজিয়েছেন। সাগরদ্বীপকে ভাঙনের হাত থেকে বাঁচাতে নদীর চরে আরও বেশি ম্যানগ্রোভ রোপন করার পরামর্শ দিয়েছেন প্রবীণরা। অনুষ্ঠান শেষে জবা মাইতি, সুমিত্রা পত্র'রা জানিয়েছেন, ম্যানগ্রোভ গাছ নদীর চরে হাত তুলে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে দুর্যোগ আটকাতে ঝড়ের সঙ্গে মোকাবিলা করছে, তাঁদের জীবন এবং ফসল বাঁচাতে সাহায্য করছে। তাঁদের বিশ্বাস, মানুষের চেয়ে এই গাছ তাঁদের কাছে অনেক প্রিয় সেই

এরপর ৩ পাতায়

দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে উঠল

হাওড়ার শালিমার রেল স্টেশন সংলগ্ন অঞ্চল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : উৎসবের আলো এখনও ম্লান হয়নি। এরই মধ্যে দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে উঠল হাওড়ার শালিমার রেল স্টেশন সংলগ্ন অঞ্চল। অন্তত ৬ জন আহত হয়েছেন। সংঘর্ষে জড়িত থাকার অভিযোগে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শনিবার রাতের এই ঘটনায় শালিমারে প্রবল উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। গণ্ডগোলের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়েছে বিশাল পুলিশবাহিনী।

কয়েক মাস আগেই দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে অশান্ত হয়ে উঠেছিল শালিমার। সেবার হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটকে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু তারপরেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসছে না।পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে র‍্যাফ মোতায়েন করা হয়েছে। যেখানে এই সংঘর্ষ হয়েছে, সেই অঞ্চল রাজ্যের প্রধান প্রশাসনিক ভবন নবান্ন থেকে আড়াই কিলোমিটারের মতো দূরে। সেখানে উৎসবের মরসুমে এই গোলমালের ঘটনায় নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, শনিবার রাত সাড়ে আটটা এক মোবাইল ফোনের দোকানে ঝামেলা শুরু হয়। এরপর পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। যে দোকানে প্রথমে ঝামেলা হয়, সেই দোকান ভাঙচুর করা হয়। এরপর বহু মানুষ এই ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছন পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা। স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁদের ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখান। ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশবাহিনী ও র‍্যাফ মোতায়েন করা হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে লাঠিচার্জও করে পুলিশ। হাওড়ার পুলিশ কমিশনার প্রবীণ ত্রিপাঠী অবশ্য জানিয়েছেন, একই পাড়ার এক মহিলা এবং এক পুরুষের মধ্যে ঝামেলা বাঁধে। এরপর সেই ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েন আরও অনেকে। দুই গোষ্ঠী একে অপরের দিকে পাথর ছুড়তে শুরু করে। পুলিশকর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে আটক হওয়ার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। ওই অঞ্চলে টহল দিচ্ছেন পুলিশকর্মীরা।

"যমের দুয়ারে পড়ে কাঁটা"

ভাইদের কপালে শুভ্র চন্দনের ছোয়া, জেলা জুড়ে ভাতৃদ্বিতীয়ায় মেতে উঠেছে সকলে

৩ নভেম্বর,নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ দিনাজপুর: নিউজ সারাদিন : আজ সকাল থেকেই বাংলার ঘরে ঘরে পালিত হচ্ছে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া বা ভাইফোঁটা। পঞ্জিকা মতে, কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয় দিনে অর্থাৎ কালীপুজোর দু'দিন পরে পালিত হয় ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। এবার তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। আজ ভাতৃদ্বিতীয়া। আজ এই পবিত্র দিনে বোনেরা তার দাদা বা ভাইয়ের কপালে শুভ্র চন্দন দিয়ে তাদের সুস্থ জীবন ও শতায়ু প্রার্থনা করেন। নানা ব্যাঞ্জন রান্না করে খাওয়ান। এই পবিত্র তিথি তাই বড় মধুর। পুরাণে এই তিথির মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বলা হয়, সূর্য দেবতার পুত্র যমকে ভাইফোঁটা দিয়েছিলেন সূর্য তনয়া যমুনা দেবী। পৌরাণিক আখ্যান অনুযায়ী সূর্য লোক ছেড়ে সূর্য পত্নী সংজ্ঞা দেবী ভূলোকে চলে আসেন। মাতাকে না পেয়ে সূর্য কন্যা যমী ভূলোকে আসেন। এখানেই তিনি যমুনা রূপে নদী হয়ে প্রবাহিত হন।

অপরদিকে মাতা ও ভগিনীকে হারিয়ে ধর্মরাজ যম অতিশয় শোকে মগ্ন হন। শোকে আকুল হয়ে স্ব ধর্ম ভুলে যেতে বসেন।এই পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রন করেন মহামুনি নারদ। তিনি ভূলোকে এসে যমুনা দেবীকে তাঁর ভ্রাতার দুঃখ শোকের কথা বলেন, অপরদিকে নারদ মুনি যমুনাদেবীর কথা অনুযায়ী যমকে গিয়ে জানান, ভাতৃ দ্বিতীয়াতে স্বয়ং যমুনা দেবী ভাইফোঁটার অনুষ্ঠান করে আপনাকে ফোঁটা দেবেন। যমী প্রথম তাঁর ভ্রাতা যমকে ফোঁটা দিলেন। সেই থেকে ভূলোকে "ভাইফোঁটা" অনুষ্ঠান প্রচলিত হোলো। বলা হয় ভাইফোঁটা যমের প্রিয় অনুষ্ঠান। যম ও যমীর মধ্যে যে স্নেহ ভালোবাসা, মর্তের ভাই বোনেদের মধ্যে তেমন প্রীতি স্নেহ দেখে যম অতিশয় তুষ্ট হন। তিনি মানবকে কৃপা করেন। এই জন্য ভাইফোঁটার অনুষ্ঠানে বলা হয় - "যমের দুয়ারে পড়ে কাঁটা"।

সেলিব্রিটিদের ভাইফোঁটা থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের বাড়িতেও আজ উৎসবের আমেজ। উপোস করে থাকা বোনুদিদিরা ভাই আসবে বলে আয়োজন চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে। একইসঙ্গে মিষ্টির দোকান, শপিং মলে নেমেছে কেনাকাটার ভিড়। গত সোমবার থেকেই সেই ভিড় লক্ষ্য করা গেছে। ভাইয়ের আয়ু বৃদ্ধি এবং কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করবেন তাঁরা। আর ভাই-দাদারা বোনুদিদির মঙ্গল কামনা করে আজকের দিনটাকে স্মরণীয় করে রাখবে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা জুড়ে একই চিত্র ধরা পড়েছে। ভাইফোঁটার আগেই রবিবার সকাল থেকেই দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বুনিয়াদপুর, গঙ্গারামপুর ও সদর শহর বালুরঘাট সহ সর্বত্রই দোকানগুলিতে ভাইফোঁটার কেনাকাটার ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। আধুনিক উপহার সামগ্রীর দোকানগুলিতে ভাই-বোনেদের ভিড় ছিল বেশি। পুজোসহ বিভিন্ন উৎসবে জামাকাপড় তো কেনাই হয়। তাই ভাইফোঁটায় পোশাকের প্রতি আগ্রহ কমতে দেখা যাচ্ছে। সেই তুলনায় উপহার সামগ্রীর প্রতি ঝোঁক বাড়ছে মানুষের। ভাইফোঁটাতে বাজারে সবকিছুই আজ অগ্নিমূল্য কিন্তু তবুও ভাই বোন দাদা দিদিরা কোনও কিছুতে রাখতে নারাজ। সর্বশেষে সব ভাই ও দাদারা উপহার আদান প্রদানের পর কবজি ডুবিয়ে মাংস, মন্ডা, মিঠাই, ইলিশ মাছ তৃপ্তি সহকারে বেশ রসিয়ে খেয়েছে তা তাদের নিশ্চিত ঢেকুর তারই বার্তা দেয়।

ভাই ফোঁটা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : আজ কলকাতায় বোস পুকুরে ভাই ফোঁটা নিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এর অধ্যাপক ডঃ সমীর চট্টোপাধ্যায়, যিনি দীর্ঘদিন এবিপি আনন্দ টিভি চ্যানেলে দীর্ঘদিন তৃণমূলের পক্ষে প্যানেল গেস্ট। ডঃ চট্টোপাধ্যায় খুবই ব্যস্ততার মধ্যেও বোন ত্রিপর্ণা চট্টোপাধ্যায় এর আমন্ত্রণে তিন ঘন্টার জন্য এসেছিলো বোসপুকুরে। সঙ্গে এনেছিলেন পুত্র উজান চট্টোপাধ্যায় ও মেয়ে আইরিস চট্টোপাধ্যায় কে। বোন ত্রিপর্ণা একজন শিক্ষিকা ও সমাজসেবী। প্রতি বছর ত্রিপর্ণা দাদাকে ডেকে নেন ভাই ফোঁটার এই বিশেষ দিনে।

দাদাকে ফোঁটা দেওয়ার আনন্দে সাজিয়ে ছিলেন বাসমতি চালের ভ্যত, নারকেল কোরা মিশ্রিত মুগের ডাল, আলু ভাজা, রুই মাছ ভাজা, চিংড়ি ফুলকপি চিংড়ি, খাসি মাংস, চাটনি, পাঁপড়, মিষ্টি দই ও মিষ্টি। এই আপ্যায়ন এর আগে ছিলো লুচি মিস্টি সুজি র আয়োজন। আজ সকালে ও সন্ধ্যায় দুবেলাই এবিপি তে গেস্ট হিসেবে আমন্ত্রিত, তাই অনুষ্ঠান শেষে বোন ত্রিপর্ণা কে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে চলে যান।

১-ম পাতার পর

কৃষ্ণ কালী মন্দিরের সেবিকা মঙ্গোলা মা নিউজ সারাদিনের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার ও রাষ্ট্রপতির প্রশংসিত শিল্পী ও সাংবাদিক স্বপন দত্ত বাউলের মুখোমুখি হলেন বাউল গানে,কথায়, বক্তব্যে হাজার হাজার দর্শকের মাঝে

মঙ্গলা মা এবং নিউজ সারাদিন দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার ।ঠিক তখনই নিউজ সারাদিনের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার তার মূল্যবান বক্তব্যে বলেন আমি তো নিজেই দেখছি, আমার সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য ভক্ত বৃন্দ ও দেখছেন স্বচক্ষে দুর দূরান্ত থেকে ভক্ত বৃন্দরা ছুটে আসছেন। তাদের নানান সমস্যা, রোগ বালাই, অসুখ বিসুখ নিয়ে এবং তাদের কপালে মায়ের জাগ্রত ত্রিশূল ঠেকিয়ে, জবা ফুল খেয়ে , এবং কৃষ্ণ কালি মায়ের নাম জপ করে যে যা সমস্যা থেকে মুক্ত হচ্ছে তারা নিজের মুখে মায়ের মন্দিরে মাকে ও ভক্তবৃন্দ দের বলছেন কৃষ্ণ কালি মায়ের মাহিত্যর কথা। মঙ্গলা মা কারো কাছেই কোনো টাকা পয়সা চাইছেন না , ভক্ত বৃন্দদের মনবাঞ্ছা পূরন হলেই তারা নিজেরা নিজে থেকেই যে যা দিতে ইচ্ছা মন্দিরে দিয়ে যাচ্ছে। তাহলে সেবিকা মঙ্গলা মায়ের দোষ কোথায়? তিনি ভন্ড কোথায়? মঙ্গলা মা ভন্ডামি টা কোথায় করলো ? যে মঙ্গলা মায়ের ভক্তির উপর শ্রদ্ধা ,ভরসা, বিশ্বাস ও হাজার হাজার মানুষের অগণিত ভক্ত বৃন্দদের সমর্থন রয়েছে সেই মঙ্গলা মাকে ভন্ডামী করছে এটা যত সহজে মুখে বলা যায় , হাজার হাজার ভক্ত বৃন্দ দের মাঝে তাদের সমস্যা মেটা স্বত্বেও, তাদের অসুখ বিসুখ রোগ বালাই ভালো হওয়া স্বত্বেও, মনের বাসনা পূরণ হওয়া স্বত্বেও কি করে প্রমাণ করবে যে মঙ্গলা মা একজন ভন্ড ও ভন্ডামী করছে। এ প্রসঙ্গে কৃষ্ণ কালী মায়ের সেবিকা মঙ্গলা মা বলেন ভক্ত বৃন্দ দের মাঝে আমি যদি ভন্ড হতাম ভন্ডামী করতাম আমার আরাধ্য দেবী কৃষ্ণ কালী মা যদি জাগ্রত না হতেন আমার আশির্বাদ পাওয়া ত্রিশূল ভক্ত বৃন্দদের কপালে ঠেকালে যদি কাজ না হতো তাহলে কি হাজার হাজার ভক্ত বৃন্দ কৃষ্ণ কালী মায়ের মন্দিরে আমার কাছে ছুটে আসত। আপনারা তো সকলেই দেখছেন নিজের চোখে এখানে উপস্থিত হয়ে এবং রাষ্ট্রপতির প্রশংসিত শিল্পী এবং যিনি নিজে একজন দীর্ঘদিনের সাংবাদিক সেই স্বপন দত্ত বাউল এর আগে মন্দিরে এসে দির্ঘ সময় থেকে ভক্ত বৃন্দ দের সঙ্গে কথা বলে স্বরোজমিনে তদন্ত করে কৃষ্ণ কালী মায়ের মাহিত্য নিয়ে নিজে গান লিখে সুর করে মায়ের মন্দিরে হাজার হাজার ভক্ত বৃন্দ দের সামনে কৃষ্ণ কালী মায়ের করুণার কথা মায়ের দয়ার কথা মায়ের জাগ্রত রূপের কথা নিয়ে বাউল গানে সকলকে মোহিত করছেন ।নিজে নিশ্চই মায়ের মহিমা অনুভব করতে পেরেছেন তাই তো স্বপন দত্ত বাউল মানুষের মনে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস আনতে তার এমন ভাবে নিঃস্বার্থ ভাবে মহতী উদ্যোগ। মুখোমুখি তে স্বপন দত্ত বাউল আধ্যাত্বিক অনেক গান গেয়ে মানুষের ঘুমন্ত মনকে জাগিয়ে দিলেন তার সচেতনতার গানের কথায় । এবং বক্তব্যে বলেন ঘোর কলিতে ভন্ড,অসৎ , মিথ্যাবাদী, চিটিংবাজি, স্বার্থপরের সংখ্যাই বেশি তার মাঝে কিছু মানুষ তো সৎ ও সাধু , সাধিকা আছেন বলেই এই জগৎ এখনো চলছে অনেক ডামা ডোলের মাঝে। যে অসৎ কাজ করবে , মিথ্যা কথা বলবে, অন্যায় করবে , স্বার্থপর হয়ে মানুষকে কাঁদাবে , মানুষের প্রাণ কেড়ে নেবে , খুন করবে তার বিচার ভগবান ঈশ্বর, আল্লা যাই বলুন না কেনো তিনি সবই দেখছেন তিনি ঠিক বিচার করবেন । আর যেখানে অগণিত ভক্ত বৃন্দ কৃষ্ণ কালী মায়ের ও তার সেবিকা সাধিকা মঙ্গলা মায়ের গুণ গান গাইছে সেখানে নিজের চোখে মঙ্গলা মায়ের কোনো অপরাধ বা ভন্ডামী না দেখে বিচার করার অধিকার আমার তো নেই। আমি একজন সমাজ সচেতন এর শিল্পী ও নিঃস্বার্থ সমাজ সেবক হয়ে সাংবাদিক রূপে চোখে যা দেখেছি ভক্ত বৃন্দরা যা নিজের মুখে তাদের মনবাঞ্ছা, মনের ইচ্ছা পূরণ হয়েছে যে যা নিজে থেকে সবার মাঝে বলছে আমি সেই জনগণের, মানুষের বিশ্বাসের কথা সত্যি টাকে নিউজ সারাদিন দৈনিক পত্রিকায় খবরে তুলে ধরেছি এর আগের খবরে। আর একটা কথা সাংবাদিকরা যেটা চোখে দেখবে বা মানুষের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারবে ঘটনাটা পজেটিভ না নেগেটিভ সেটাই তো তারা তুলে ধরবে। সুতরাং সেবিকা মঙ্গলা মায়ের আধ্যাত্বিক বিষয়ে জনকল্যাণ নিয়ে পূজো , ভক্তি, শ্রদ্ধা , তার কর্মকান্ডের মাধ্যমে মানুষের কষ্টের পাশে দাঁড়ানো তাদের উপকারের পথ দেখানো বহু ভন্ড প্রতারকদের মাঝে আজকের দিনে এক অভিনব ঘটনা। বাউল গান , বক্তব্য, আলাপ আলোচনা শেষে অসংখ্য ভক্ত বৃন্দ জয় কৃষ্ণ কালী মায়ের জয়। জয় সেবিকা মঙ্গলা মায়ের জয় ধ্বনি দিয়ে কৃষ্ণ কালী মন্দির চত্বর মুখরিত করে তোলেন যা চোখে না দেখলে বিশ্বাস হবে না।

হাসিনা পরবর্তী বাংলাদেশে দেনায় ডুবেছে

ঢাকা: নিউজ সারাদিন : হাসিনা পরবর্তী বাংলাদেশে দেনায় ডুবেছে। ধারের টাকায় আদানি সংস্থার থেকে বিদ্যুৎ কিনতে হচ্ছে। সেই ধারের অঙ্ক বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৮৫০ মিলিয়ন ডলার। সেই অর্থ ৭ নভেম্বরের মধ্যে না মেটালে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে বাংলাদেশকে পুরোপুরি অন্ধকারে ডুবিয়ে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিলেন আদানি সংস্থার কর্ণধার গৌতম আদানি ।বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ উপদেষ্টা ফাওজুল কবির খান বলেছেন, "আমরা অক্টোবর মাসে আদানি পাওয়ারকে প্রায় ৯৮ মিলিয়ন ডলার পরিশোধ করেছি, যা সেপ্টেম্বরের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। এছাড়া তাদের জন্য বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের মাধ্যমে ১৭ কোটি ডলারের এলসি করা হয়েছে। তার পরও তাদের এমন আচরণ খুব আশ্চর্যজনক, বিস্ময়কর এবং দুঃখজনক।" তিনি বলেন, "আদানি যদি সত্যিই বিদ্যুৎ বন্ধ করে দেয়, তাহলে আমরা এটা মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত আছি। গ্রাহকরা যাতে ভোগান্তির মধ্যে না পড়ে, সেজন্য আমরা বিকল্প ব্যবস্থা নিচ্ছি।"তবে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ উপদেষ্টা ফাওজুল কবির খানের দাবি, বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হলে গ্রাহক ভোগান্তি এড়াতে তার বিকল্প ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

রবিবার আদানি গোষ্ঠীর তরফে জানানো হয়েছে, ৭ নভেম্বরের মধ্যে বাংলাদেশ ৮৫০ মিলিয়ন ডলার বকেয়া পরিশোধ না করলে বিদ্যুৎ সরবরাহ পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হবে। বিল না দেওয়ায় ৩১ অক্টোবর থেকেই বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিমাণ কমিয়ে অর্ধেক করা হয়েছে। আদানি গ্রুপের বিদ্যুৎ সরবরাহ বাবদ বিপিডিবির কাছে বকেয়া প্রায় ৮৫ কোটি ডলার। ঝাড়খণ্ডের গোড্ডায় কয়লাভিত্তিক ওই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দুটি ইউনিট থেকে প্রতিদিন ১৪০০ থেকে ১৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ বাংলাদেশে আসছিল। বকেয়া না পাওয়ায় গত বৃহস্পতিবার একটি ইউনিটের বিদ্যুৎ উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়ার কথা জানায় বেসরকারি বিদ্যুৎ সংস্থা।এর আগে বকেয়া অর্থ পরিশোধের জন্য ৩১ অক্টোবর সময়সীমা বেঁধে দিয়ে ১৭ কোটি ডলারের ঋণপত্র পরিশোধ করার কথা জানিয়ে মহম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন সরকারকে চিঠি লিখেছিল আদানি পাওয়ার গ্রুপ। তবে ডলার সংকটের কারণে সোনালী ব্যাঙ্ক জানায়, কৃষি ব্যাঙ্কের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের আধিকারিকরা অর্থ পাঠাবেন। সূত্রের খবর, কৃষি ব্যাঙ্কের মাধ্যমে টাকা পাঠানোর বিষয়টি চুক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, তাই আদানি গোষ্ঠী তাতে সম্মতি দেয়নি।এই পরিস্থিতিতে আদানি পাওয়ার একটি ইউনিট বন্ধ করে দেওয়ায় বাংলাদেশে বিদ্যুৎ সংকট দেখা দেয়। লোডশেডিং আরও বেড়েছে। পাওয়ার গ্রিড বাংলাদেশের (পিজিবি) ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, শুক্রবার ৭২৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ দিয়েছে ভারতীয় ওই কোম্পানি। ওই বিদ্যুৎকেন্দ্রের ক্ষমতা ১৪৯৬ মেগাওয়াট। কয়লা সংকটের কারণে রামপাল ও এসএস পাওয়ার ওয়ানে ক্ষমতার অর্ধেকেরও কম বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে। সময়মতো বিল না পেয়ে কয়েকটি বিদ্যুৎকেন্দ্র জ্বালানি কেনা কমিয়ে দিয়েছে। ঋণ পরিশোধে ধীরগতির কারণে বকেয়ার পরিমাণ বেড়েই চলেছে।

১-ম পাতার পর

কানাডার শত্রু দেশের তালিকায় যুক্ত হল ভারত

ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা প্রকাশ্যে স্বীকার করেছেন যে, কানাডা ভারতের বিরুদ্ধে বৈশ্বিক মতামতকে নেতিবাচক করতে চাইছে।'

এর আগে গত ১৪ অক্টোবর কানাডায় খালিস্তানপন্থী শিখ নেতা হরদীপ সিং নিজ্জার হত্যা মামলায় ভারতীয় হাইকমিশনার সঞ্জয় কুমার ভার্মাকে 'স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি' বলে উল্লেখ করে কানাডার পুলিশ। এতে চরম প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে ভারত সরকার কানাডার ৬ কূটনীতিককে বহিষ্কার করে। একই দিন ভারত সরকার কানাডা থেকে তার হাইকমিশনার ও অন্যান্য কূটনীতিক ও কর্মকর্তাদেরও প্রত্যাহারের ঘোষণা দেয়। গত মঙ্গলবার কানাডায় শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদীদের লক্ষ্য করে হামলার পরিকল্পনার পেছনে ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ রয়েছেন বলে গুরুতর অভিযোগ তোলে কানাডা। এতে দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে।

২ পাতার পর

ম্যানগ্রোভ গাছের সাথে সই, সাগরদ্বীপের মহিলাদের

কারণেই ম্যানগ্রোভার সাথে 'সই' পাতিয়েছেন তাঁরা। বস্তুত উল্লেখ্য, 'বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স' নামে একটি অ-সরকারি সংস্থার উদ্যোগে সাগরদ্বীপ একটি বেসরকারি কলেজে 'ম্যানগ্রোভ সংরক্ষণ বিষয়ক' তিন মাসের একটি প্রশিক্ষণ শিবির চলছে। ওই সংস্থার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এদিন এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ছিলেন মহিলা। উদ্যোক্তা সংস্থার কর্ণধার সোমা মিত্র মুখার্জি বলেন, 'সুন্দরবনকে বাঁচাতে সাগরদ্বীপ-সহ ১১ টি ব্লকে ম্যানগ্রোভ গাছ রোপন এবং সংরক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ম্যানগ্রোভ প্রাচীর গড়লে সুন্দরবনকে ঝড়ঝঞ্জা থেকে রক্ষা করা যাবে বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত। আমরাও এই কাজে মহিলাদের যুক্ত করছি।'

প্রিয়াঙ্কা গান্ধী হতে পারেন ভারতের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী !

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এবার ভারতের বেশ কিছু খ্যাতনামা জ্যোতিষী ভবিষ্যৎ বাণী করেছেন যে,ভারতের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী।

প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বর্তমানে ওয়েনাড় থেকে লোকসভা উপনির্বাচনে জয়লাভ করে সংসদ সদস্য (এমপি) পদে রয়েছেন।২০২৯ সাল পর্যন্ত সংসদের সদস্য থাকবেন তিনি। দেশটির কিছু বিখ্যাত জ্যোতিষীরা এমনটাই জানিয়েছেন,২০৩০ সালে বড়সড় পরিবর্তন আসতে পারে প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর জীবনে।

২০৩০ সালে ৫৮ বছর বয়স হবে তার।৫৮ বছর বয়স থেকে ৭৮ বছর বয়স পর্যন্ত অর্থাৎ ২০৫০ সাল পর্যন্ত তার রাজনৈতিক জীবন অত্যন্ত শক্তিশালী হবে।জ্যোতিষী ইউনি কৃষ্ণ পনিকার জানিয়েছেন, ২০৩০ সাল থেকে প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর জন্মপত্রে শুক্র মহাদশা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। যেখানে শুক্র শক্তিশালীভাবে অবস্থান করছে।

পরিকল্পনা অনুযায়ী সবকিছু চললে এই সময়কালে তিনি দেশের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হতে পারেন।তিনি সরাসরি জানিয়েছেন, প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সম্ভাবনা ২০৩০ থেকে ২০৫০ সালের মধ্যে রয়েছে।

আরেক জ্যোতিষী চিত্রভানু কে. পন্ডুল বলেন, 'প্রিয়াঙ্কার গ্রহের অবস্থান মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত কিছু চ্যালেঞ্জের ইঙ্গিত দিচ্ছে। তবে কংগ্রেস এমপির জন্মপত্র অনুযায়ী তার উচ্চপদ পাওয়ার সম্ভাবনা রাহুল গান্ধীর চেয়ে বেশি। তবে জ্যোতিষী পন্ডুলের বক্তব্য, প্রিয়াঙ্কা প্রধানমন্ত্রী হবেন না।

২০৩১ থেকে ২০৩৩ সালের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পদ পেলেও তার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সম্ভাবনা নেই। মুম্বইয়ের এক শীর্ষ জ্যোতিষী সুন্দীপ কোচারের দাবি, প্রিয়াঙ্কার ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে অনেকটাই মিল রয়েছে ইন্দিরা গান্ধীর।তবে রাহুল গান্ধীর ইচ্ছা থেকে প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী।তার ব্যক্তিত্বের মধ্যে উঁচু পদ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৪ বর্ষ ২৯৬ সংখ্যা ০৪ নভেম্বর, ২০২৪ সোমবার ১৮ কার্ত্তিক, ১৪৩১

সম্পাদকীয়

শ্রীনগরে রবিবার দুপুরে গ্রেনেড হামলা চালাল জঙ্গিরা

কাশ্মীরের শ্রীনগরে রবিবার দুপুরে গ্রেনেড হামলা চালাল জঙ্গিরা। প্রাথমিক ভাবে জানা যাচ্ছে, বিস্ফোরণে জখম হয়েছেন অন্তত ১০ জন। আহতের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেতে পারে বলে আশঙ্কা। শ্রীনগরের লালচকে বাজার এলাকায় পর্যটক সহযোগিতা কেন্দ্রের (টুরিস্ট রিসেপশন সেন্টার) কাছে বিস্ফোরণটি হয়েছে।

এরপর রবিবার আবার জঙ্গিদের নিশানায় সাধারণ নাগরিকেরা। লালচকে গ্রেনেড হামলার নিন্দা জানিয়েছেন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা। সমাজমাধ্যমে তিনি লিখেছেন, 'সাধারণ মানুষের উপর হামলা কোনও ভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।'রবিবার লালচকে বাজার বসে। ব্যবসায়ীরা পসরা সাজিয়ে বসেন। কেনাকাটির জন্য ভিড়ও থাকে যথেষ্ট। সংবাদ সংস্থা এএনআই সূত্রে খবর, সেই বাজার এলাকাতেই বিস্ফোরণটি ঘটেছে। বিস্ফোরণের পর এলাকায় পৌঁছে গিয়েছেন নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানেরা। লালচকের ওই এলাকাটি ঘিরে ফেলা হয়েছে।

শ্রীনগরের প্রাণকেন্দ্র বলা যায় লালচককে। রবিবার হওয়ার কারণে ভিড়ও ছিল যথেষ্ট। গ্রেনেড বিস্ফোরণে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন সকলে। হুড়োহুড়িতে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হয়। এর মধ্যেই জখমদের উদ্ধার করে শ্রীনগরের এসএমএইচএস হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কোথা থেকে জঙ্গিরা হামলা চালিয়েছে, সেটি এখনও স্পষ্ট নয়। তবে অসমর্থিত সূত্রে খবর, বাজারে ঠেলাগাড়ির উপর একটি অস্থায়ী দোকানে গ্রেনেড বিস্ফোরণটি হয়েছে। বিস্ফোরণস্থলের কাছেই সিআরপিএফের বাঙ্কার ছিল। সে দিকে হামলা চালানোর কোনও পরিকল্পনা ছিল কি না, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। নিরাপত্তা বাহিনীর পাশাপাশি জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপও মোতায়েন করা হয়েছে বিস্ফোরণস্থলে। জঙ্গিদের খোঁজে ইতিমধ্যে একটি তল্লাশি অভিযানও শুরু হয়েছে।

শনিবারই শ্রীনগরের খানিয়ার এলাকায় একটি জঙ্গিদমন অভিযান চালিয়েছিল নিরাপত্তা বাহিনী। ওই অভিযানে নিরাপত্তা বাহিনীর দুই জওয়ান জখম হয়েছিলেন। মৃত্যু হয়েছিল এক জঙ্গির। শনিবারের ওই জঙ্গিদমন অভিযানের পরের দিনই শ্রীনগরে গ্রেনেড হামলা চালাল জঙ্গিরা। সম্প্রতি একাধিক বার সাধারণ মানুষের উপর জঙ্গিরা হামলা চালিয়েছে। সোনমার্গের কাছে ছ'জন শ্রমিক এবং এক জন চিকিৎসককে গুলি করে হত্যা করেছিল জঙ্গিরা। তার পরেও কাশ্মীর উপত্যকার একাধিক প্রান্তে সাধারণ মানুষ এবং ভিন্ রাজ্য থেকে কাজ করতে আসা শ্রমিকদের উপর হামলা চলেছে।

পেনশন ও পেনশনার্স কল্যাণ দপ্তর ১-৩০ নভেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত

দেশজুড়ে ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট প্রচার ৩.০ চালাবে

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : পেনশন ও পেনশনার্স কল্যাণ দপ্তর ১ থেকে ৩০ নভেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত দেশজুড়ে তৃতীয় পর্বের ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট প্রচার চালাবে। দেশের ৮০০টি শহর / জেলায় এই প্রচার চালানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পেনশন ডিসবার্সিং ব্যাঙ্কস, ইন্ডিয়া পোস্ট পেমেন্টস ব্যাঙ্ক, পেনশনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনস, সিজিডিএ, টেলিযোগাযোগ দপ্তর, রেল, ইউআইডিএআই এবং বৈদ্যুতিন ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রকের সঙ্গে মিলিতভাবে এই প্রচারাভিযান চালানো হচ্ছে। এর লক্ষ্য হল, দেশের প্রত্যন্ত এলাকা পর্যন্ত পেনশনারদের কাছে পৌঁছনো।

এই প্রচারে প্রযুক্তিগত সহায়তা দিচ্ছে বৈদ্যুতিন ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রক এবং ইউআইডিএআই। এই প্রচারাভিযানে পেনশনারদের মুখাবয়ব যাচাই করা হচ্ছে। অডিও-ভিস্যুয়াল এবং মুদ্রণ মাধ্যমে প্রচারের ক্ষেত্রে পুরোপুরি সহায়তা করছে দূরদর্শন, অল ইন্ডিয়া রেডিও এবং পিআইবি। ১ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে সন্ধের মধ্যে মোট ডিএলসি হয়েছে ১.৮১ লক্ষ।

কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা সঠিকভাবে পালন করলে বহু ফল পাওয়া যায় মানব জীবনে

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

ধর্ম রক্ষা করতেই অলক্ষ্মীকে কিনেছি, ধর্মই আমার সম্বল। এই ধর্মবলে আমি রাজলক্ষ্মী, ভাগ্যলক্ষ্মী,যশলক্ষ্মী ,কুললক্ষ্মী সবাইকে যেতে দিয়েছি।আমি ধর্মপ্রাণ, ধর্ম ত্যাগ করিনি, আমি আপনাকে যেতে দেব না।"ধর্ম দেখলেন রাজার কথাই ঠিক তিনি রয়ে গেলেন। কিন্তু রাজার অবস্থা দিনদিন খারাপ হতে থাকে, তার সব সুখ হারিয়ে যায়। রানী যে দিন যেমন হয় তাই যত্ন করে রাজাকে খাওয়াতে থাকেন।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

আদিশক্তি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(দ্বাদশ পর্ব)

পাওয়া যায়। মন্দিরে মধ্যে একটি সিন্দুকে সতীর প্রস্তরীভূত অঙ্গটি রক্ষিত আছে; এটি কারোর সামনে বের করা হয় না।

এরই মধ্যে কলকাতায় পর্তুগিজদের পর্তুগিজ চার্চ ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হয়ে গেছে। সে সময়ে কলকাতা শহরে কোন মসজিদ দেখা যায় না। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে ভোসরি শাহ মসজিদ বলে উত্তর কলকাতার কাশীপুর লকগেটের কাছে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮০৯ খৃষ্টাব্দে নির্মিত কালীঘাট মন্দির একটি তৈলচিত্র এঁকেছিলেন ইতালীর শিল্পী এধবঃধহড় তধহপড়হ।

শোনা যায়, এই মন্দিরে কেবল রাজা-জমিদার বা ভক্তরাই নন, পুজো দিয়েছেন ইংরেজ সাহেবরাও। একটি মামলা জেতার জন্য একবার মানত করে গিয়েছিলেন একজন সাহেব। তার পর সেই মামলা জেতার পর এই মন্দিরে এসে তখনকার সময়ে তিন হাজার টাকার পুজো দিয়েছিলেন তিনি।

পঞ্জাব ও বার্মা দখলের পরও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পক্ষ থেকে এই মন্দিরে ষোড়শ উপাচারে পুজো দেওয়া হয়েছিল।

আবার শুধু ইংরেজরাই নয়। ওয়ার্ড লিখেছেন, প্রতি মাসে প্রায় পাঁচশ জন মুসলমান এখানে পুজো দিয়ে

ক্রমশঃ
(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ২০২৪

কার ভাগ্যে হোয়াইট হাউস, ট্রাম্প না কমলা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : জাতীয়ভাবে হোয়াইট হাউসে যাওয়ার দৌড়ে পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লড়ছেন কমলা ও ট্রাম্প। আগামী মঙ্গলবার (৫ নভেম্বর) নির্বাচনের দিন হলেও যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে আগাম ভোট গ্রহণ আগেই শুরু হয়েছে এবং শনিবার রাত ৯টা নাগাদ প্রায় ৮ কোটি ভোট (সশরীরে কেন্দ্রে এবং ডাকযোগে) জমা পড়েছে বলে জানা গেছে। আর এভাবেই এবারের নির্বাচনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা দৃশ্যমান হচ্ছে। কারণ, এ নির্বাচনের ফলাফলের ওপর মার্কিন গণতন্ত্রের গতি-প্রকৃতি নির্ধারিত হবে।

কমলা এবং ট্রাম্প উভয়েই নিজের বিজয় নিশ্চিতের জন্য সভা-সমাবেশ করছেন। পাশাপাশি আগের মতো বিভিন্ন সংস্থার জরিপেও উঠে আসছে জয়-পরাজয়ের নানা আভাস। যদিও গত কয়েকটি নির্বাচনে জরিপের ফলাফল শতভাগ দৃশ্যমান হয়নি, তবুও প্রার্থীগণকে তৎপরতায় উজ্জীবিত রাখতে জরিপগুলো অপরিসীম ভূমিকা রাখে। সর্বশেষ জরিপে রিপাবলিকান স্টেট আইওয়াতে ট্রাম্পের চেয়ে কমলা এগিয়ে গেছেন। আইওয়ায় ২৮ থেকে ৩১ অক্টোবরের মধ্যে পরিচালিত ডে মইন রেজিস্টার ও মিডিয়াকমের জরিপে ৮০৮ জন সম্ভাব্য ভোটার অংশ নেন। তাদের মধ্যে ৪৭ শতাংশ হ্যারিসের পক্ষে ও ৪৪ শতাংশ ভোটার ট্রাম্পের পক্ষে সমর্থন জানান।

এই জরিপে সম্ভাব্য গ্রহণযোগ্য ভুলের মাত্রা ধরা হয়েছে ৩ দশমিক ৪ শতাংশ। এর আগে সেপ্টেম্বরে আইওয়ায় পরিচালিত আরেকটি জরিপে ট্রাম্প ৪ পয়েন্ট ব্যবধানে এগিয়ে ছিলেন বলে ডে মইন রেজিস্টার সংবাদপত্র জানিয়েছে। এ স্টেটে যে প্রার্থীই জয়ী হবেন অঙ্গরাজ্যের ছয়টি ইলেকটোরাল ভোট তার পক্ষে যাবে।

হোয়াইট হাউসে যেতে হলে একজন প্রার্থীকে অন্তত ২৭০টি ইলেকটোরাল কলেজ ভোট পেতে হবে। বাংলাদেশের সিলেট সদরের মতো আইওয়া হচ্ছে এমন একটি স্টেট, যেখানে বিজয়ী প্রার্থীই যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে জয়ী হয়ে আসছেন। নির্বাচনের আগে শেষ মুহূর্তের প্রচারে উভয় দল দোদুল্যমান হিসেবে পরিচিত স্টেটগুলোতে বেশি জোর দিচ্ছেন। এবারের নির্বাচনে পেনসিলভেনিয়া, জর্জিয়া, নর্থ ক্যারোলিনা, মিশিগান, উইসকনসিন, অ্যারিজোনা ও নেভাদা- এ সাতটি স্টেট দোদুল্যমান হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। শনিবার পর্যন্ত মুসলিম আমেরিকান ভোটারের বড় একটি অংশের সমর্থন কমলা নিজের পক্ষে আনতে সক্ষম হননি। আগের প্রায় সবকটি নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট প্রার্থীরা মুসলিম আমেরিকার সিংহভাগ ভোট পেয়েছেন। বাইডেন-কমলার গাজা ও লেবানন নীতিতে বিরাগভাজন হয়েছেন মুসলিম আমেরিকানরা। ফলে জাতীয়ভাবে জরিপে এগিয়ে থাকা কমলার পক্ষে দোদুল্যমান ৭ স্টেটের ইলেকটোরাল ভোট বাগিয়ে নেয়া কঠিন হয়ে উঠেছে বলে নির্বাচন পর্যবেক্ষকেরা মন্তব্য করেছেন। তবে উচ্চ শিক্ষিত এবং স্বনির্ভর বয়স্ক শ্বেতাঙ্গ নারীর বড় একটি অংশ শেষ মুহূর্তে কমলার প্রতি ঝুঁকে পড়েছেন-একে ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন পর্যবেক্ষকেরা। এই ৭ স্টেটের ওপর পরিচালিত সর্বশেষ জরিপের ফলাফল অনুযায়ী (শনিবার) নেভাদা, জর্জিয়া, মিশিগান এবং উইসকনসিনে কমলা হ্যারিস এবং অ্যারিজোনা ও নর্থ ক্যারোলিনায় ট্রাম্প এগিয়ে আছেন। পেনসিলভেনিয়া স্টেটে উভয় প্রার্থী সমানে সমান। নানাভাবে বিতর্কিত এবং সমালোচিত ট্রাম্পকে ধরাশায়ী করা নিয়ে ডেমোক্র্যাট কমলা হ্যারিসের কেন এতো দুশ্চিন্তা? কেন আমেরিকানদের মধ্যে শুভবুদ্ধির উদয় ঘটছে না সামগ্রিক অর্থে? কেন ট্রাম্পের বিজয়ের প্রত্যাশা ক্রমে জোরালো হচ্ছে? ইত্যাদি প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গিয়ে মানুষের ভুলো মনকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। সম্প্রতি বিশ্বের কয়েকটি দেশের নির্বাচনে ক্ষমতাসীনদের ভরাডুবির জের পড়তে যাচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও, এমন একটি ধারণা পেয়ে বসেছে অনেককে। তাদের ধারণা ভোটাররা পরিবর্তনে প্রত্যাশী। নতুন কিছু পেতে চান সকলেই। এর উদাহরণ হচ্ছে ব্রিটেন, জার্মানি, ইতালি, অস্ট্রেলিয়া এবং জাপান। ক্ষমতাসীন পার্টি জয় পায়নি এসব দেশের সর্বশেষ নির্বাচনে। চার বছর আগেও ডোনাল্ড ট্রাম্প পরাজিত হয়েছেন।

ফ্রেঞ্চ এবং কানাডার নির্বাচনেও ক্ষমতাসীনরা জয়ী হবেন-তা অনেকে ভাবছেন না। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশের নির্বাচনে এমন আশঙ্কা সঠিক হয়েছে বলে শোনা যায়নি। তবে করোনার ধাক্কা সামলে নেওয়ার আগেই রাশিয়া-ইউক্রেন ও মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়ায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন তথা ডেমোক্র্যাটদের প্রতি সচেতন আমেরিকানরা সন্তুষ্ট নন এবং কমলা হ্যারিস বাইডেনের কর্মসূচিকেই প্রাধান্য দেওয়ার কথা আকারে-ইঙ্গিতে বলছেন। এ কারণে ট্রাম্পের বিজয় ত্বরান্বিত হতে পারে বলে ভোটারদের বড় একটি অংশের ভাবনা। বিশেষ করে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে চরম ব্যর্থতা এবং সীমান্তকে ওপেন করে ২২ লক্ষাধিক বিদেশিকে যুক্তরাষ্ট্রে ঢুকে পড়ার অবিশ্বাস্য সুযোগ তৈরি করার খেসারত দিতে হচ্ছে কমলাকে, এমন মতামত অনেক জরিপে প্রকাশিত হয়েছে। ট্রাম্প আমলে অর্থনৈতিক অবস্থা গুরুত্ব পাচ্ছে স্বল্প ও মাঝারি আয়ের ভোটারের কাছে। এবারের নির্বাচনে মার্কিন মুল্লুকে অনেক আলোচিত-সমালোচিত ট্রাম্পের পরবর্তী জীবনের ভাগ্যও নির্ধারিত হবে। ট্রাম্পের ভাগ্য প্রেসিডেন্ট পদ ও কারাবাসের ঝুঁকির মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। জিতলে তিনি প্রেসিডেন্ট হবেন, আর হেরে গেলে তাকে কারাগারে যেতে হতে পারে। উল্লেখ্য, ট্রাম্প পারমাণবিক অস্ত্র কোডের অ্যাক্সেস পাওয়া প্রথম দোষী সাব্যস্ত অপরাধী। তার হোটেল ও ক্যাসিনো ব্যবসা নিয়ে নানা অভিযোগ আছে, তার বিরুদ্ধে আছে কর জালিয়াতির অভিযোগও। তাই যদি তিনি বিজয় থেকে ছিটকে পড়েন, তাহলে ৭৮ বছরের ট্রাম্পকে আরও অপমানজনকভাবে আদালতের বিচারের মুখোমুখি হতে হবে। এমনকি কারাগারেও যেতে হতে পারে। এটি হবে তার মোহনীয় জীবনের সমাপ্তি, যে জীবনে তিনি সবসময় আইন ও জবাবদিহিতাকে এড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন। তাই বলা হচ্ছে, মঙ্গলবার দিনটি কার্যত ট্রাম্পের জন্য রায়ের দিন। বিশ্বখ্যাত টাইম ম্যাগাজিনের সর্বশেষ বিশ্লেষণ অনুযায়ী, আমেরিকার উদ্যমী উদ্যোক্তাদের ভোট যে প্রার্থী বেশি পাবেন, তার ভাগ্যেই জুটবে বিজয় মুকুট। এক্ষেত্রে ৪০ বছরের কম বয়সী যুব সমাজের মনোভাব উপস্থাপনকালে ম্যাগাজিনটি বলেছে, গত নির্বাচনে জো বাইডেন এই শ্রেণীর পুরুষ ভোটারের সমর্থন পেয়েছিলেন। এবার সে চেষ্টা করছেন কমলা হ্যারিস। কিন্তু বাইডেনের দুর্বল এবং সিদ্ধান্তহীন অনেক পদক্ষেপে স্বনির্ভরতায় বিশ্বাসী পুরুষ যুবকেরা কমলার প্রতি আস্থা রাখতে চাচ্ছেন না।

সিনেমার খবর

cinema TV

যে 'বিপদে' অমিতাভের কাছে টাকা ধার চেয়েছিলেন ধনকুবের রতন টাটা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : শুধু শিল্প মহলে নয়, সবার কাছেই খুবই প্রিয় রতন টাটা। মহীরুহের মতো সামলেছিলেন টাটার সাম্রাজ্য। এমন মানুষ ধার চেয়েছিলেন অমিতাভ বচ্চনের কাছে! কী হয়েছিল? সম্প্রতি 'কৌন বনেগা ক্রোড়পতি' শোতে সেই কথাই জানান 'বিগ বি'।

গত ৯ অক্টোবর মুম্বাইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন রতন টাটা। তার প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, পশ্চিমবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুধু তাই নয়, তার মৃত্যুতে দেশ-বিদেশের অনেকেই শোক জানিয়েছিলেন। এত বড় একজন ব্যক্তিত্ব হওয়া সত্ত্বেও রতন টাটা কতটা সাধারণ জীবনযাপন করতেন, সেই কথাই জানান অমিতাভ।

কৌন বনেগা ক্রোড়পতি অনুষ্ঠানে অতিথি হয়ে এসেছিলেন ফারহা খান ও বোমন ইরানি। তাদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়েই অমিতাভ জানান, একবার লন্ডনে যাচ্ছিলেন তিনি। ঘটনাচক্রে একই বিমানে লন্ডনে যাচ্ছিলেন রতন টাটাও। হিথরো বিমানবন্দরে পৌঁছানোর পর টাটা দেখেন, তাকে যে গাড়ি নিতে আসার কথা ছিল তা আসেনি।

কেন গাড়ি আসেনি তা জানতেও ফোন করার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ফোন করার মতো নগদ অর্থ রতন টাটার কাছে কাছে ছিল না। তখনই তিনি ফোন করার জন্য অমিতাভের কাছে কিছু অর্থ চান। বিষয়টি জানাতে গিয়ে ফারহা-বোমনকে অমিতাভ বলেন, আমি ভাবতেই পারিনি তিনি এটা বলবেন। রতন টাটার মতো মানুষ সচারচর হয় না। সত্যিই তিনি একজন জেন্টলম্যান ছিলেন। কী সাধারণ জীবনযাপন করতেন।

১৯৩৭ সালের ২৮ ডিসেম্বর মুম্বাইয়ে পার্সি পরিবারে জন্ম রতন টাটার। ১০ বছর বয়সে মা-বাবা আলাদা হয়ে যান। নিজের এক ভাই রয়েছেন জিমি টাটা। সৎ ভাইও রয়েছে। বিদেশে স্নাতকোত্তর পাসের পর সত্তরের দশকে টাটা গ্রুপে ম্যানেজার স্তরের দায়িত্ব পান রতন টাটা। ১৯৯১ সালে জেআরডি টাটা টাটা সন্সের দায়িত্ব ছাড়েন। রতন টাটাকে নিজের উত্তরাধিকারী ঘোষণা করেন। প্রথমে তাকে নিয়ে সংস্থার অন্দরে আপত্তি ছিল কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা মুছে যায়। ২১ বছর রতন টাটার হাতে টাটা গ্রুপের দায়িত্ব ছিল। সেই সময় আয় ও লাভ দুই-ই ৪০ থেকে ৫০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০০০ সালে 'পদ্মভূষণ' সম্মান পান রতন টাটা। ২০০৮ সালে পান 'পদ্ম বিভূষণ সম্মান'। এছাড়া, দেশ-বিদেশের অজস্র সম্মান এসেছে তার ঝুলিতে।

আইনি বিপাকে শিল্পা শেঠি

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বলিউড অভিনেত্রী শিল্পা শেঠি এবার আইনি বিপাকে পড়েছেন একটি গাড়ি চুরির ঘটনায়। গত রবিবার (২৭ অক্টোবর) রাতে, শিল্পার বিলাসবহুল রেস্তোরাঁ থেকে একটি বিএমডব্লিউ জেড-৪ মডেলের গাড়ি চুরি হয়। এই গাড়িটির বাজারমূল্য প্রায় ৮০ লক্ষ রুপি। বিষয়টি পুলিশে অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর পুলিশ সন্দেহভাজনদের শনাক্ত করতে মাঠে নেমেছে। অভিযোগ অনুযায়ী, গাড়িটি শিল্পার রেস্তোরাঁয় খেতে আসা এক অতিথির ছিল। রেস্তোরাঁর পার্কিং লটে রাখা গাড়িটি চুরি হয়ে যায়। গাড়ির মালিকের আইনজীবী অভিযোগ তুলেছেন যে, রেস্তোরাঁর নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়, যার কারণে এই ঘটনা ঘটেছে। শিবাজি পার্ক থানার পুলিশ এ ঘটনায় মামলা দায়ের করেছে এবং এখন তারা সক্রিয়ভাবে সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, সেদিন রাত ২টার দিকে একজন অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি গাড়িটি চুরি করে নিয়ে যায়। পুলিশ সন্দেহভাজনদের শনাক্ত করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছে এবং রেস্তোরাঁর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

এখন প্রশ্ন উঠছে, যদি পুলিশের তদন্ত আদালতে গড়ায়, তাহলে রেস্তোরাঁ মালিক হিসেবে শিল্পা শেঠি কি ধরনের আইনি জটিলতার সম্মুখীন হতে পারেন। যদিও এই ঘটনায় এখনো তদন্ত চলছে, তবুও শিল্পার বিরুদ্ধে আইনগত পদক্ষেপ নেয়া হলে তার ক্যারিয়ারে বড় প্রভাব পড়তে পারে। এদিকে বাস্তিয়ান নামের অভিজাত সেই রেস্তোরাঁ বরাবরই খুব জনপ্রিয়। বাস্তিয়ানে যৌথ মালিকানা রয়েছে রাজ ও শিল্পার। তবে স্বামী রাজ কুন্দ্রাই মূলত এটি দেখাশোনা করেন। নীল ছবির মামলায় জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর থেকে রাজ এই ব্যবসাতেই মন দেন। তবে গাড়ি চুরির মতো ঘটনায় প্রতিক্রিয়া দিয়ে শিল্পা জানিয়েছেন, 'গাড়ি চুরি হওয়া অত্যন্ত দুঃখজনক। আমি পুলিশকে অনুরোধ করছি যে তারা দ্রুত এই ঘটনার তদন্ত শেষ করে।'

সালমান খানকে প্রাণনাশের হুমকি, যুবক গ্রেফতার

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : কিছুদিন আগে সালমান খানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এনসিপি নেতা ও সাবেক মন্ত্রী বাবা সিদ্দিক খুন হন লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের হাতে। এই ঘটনা নিয়ে যখন গোটা ভারতজুড়ে তোলপাড়, তখন ফের নতুন হুমকি পেলেন অভিনেতা। শুক্রবার (২৫ অক্টোবর) দিবাগত রাতে একটি ফোন কলের মাধ্যমে তিনি এই হুমকি পান। অবশেষে দিল্লি থেকে ওই সন্দেহভাজন ২০ বছর বয়সী যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়া জানায়, সালমানের মতো একই ব্যক্তির কাছ থেকে প্রাণনাশের হুমকি পেয়েছিলেন বাবা সিদ্দিকের ছেলে জিশান সিদ্দিকও। তিনিও ছিলেন টার্গেটে।

এদিকে সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে জিশান জানিয়েছিলেন, তার বাবার হত্যাকাণ্ডের পর থেকে গভীরভাবে চিন্তিত অভিনেতা। পরিস্থিতি তাদের নিরাপত্তার জন্য উদ্বেগ তৈরি করেছে।

সালমানকে নতুন করে হুমকি দেওয়ার জন্য গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির নাম গুলফান খান, যিনি নয়ডার বাসিন্দা। পরবর্তী আইনি পদক্ষেপের জন্য তাকে মুম্বাইতে নিয়ে যাওয়া হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ সূত্র।

অন্যদিকে, সালমান এখনও লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাং থেকে চলমান হুমকির প্রতিক্রিয়া জানাননি, যা তাদের দীর্ঘস্থায়ী দ্বন্দ্বময় অধ্যায়। ১৯৯৮ সালে রাজস্থানে একটি সিনেমার শুটিংয়ে গিয়ে কৃষ্ণসার হরিণ শিকারের ঘটনায় অভিনেতার শত্রু বনে যায় বিষ্ণোই সম্প্রদায়। প্রসঙ্গত, গত ১২ অক্টোবর মুম্বাইতে আততায়ীর গুলিতে মারা যান বাবা সিদ্দিক। পরে এই হামলার দায় স্বীকার করে লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাং এবং তারা সালমান খানের সঙ্গে সিদ্দিকের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ককে হত্যাকাণ্ডের অন্যতম কারণ হিসেবে উল্লেখ করে। এরপরই সালমানের নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়।

বানরের জন্য ১ কোটি ৪২ লাখ টাকা দিলেন অক্ষয়

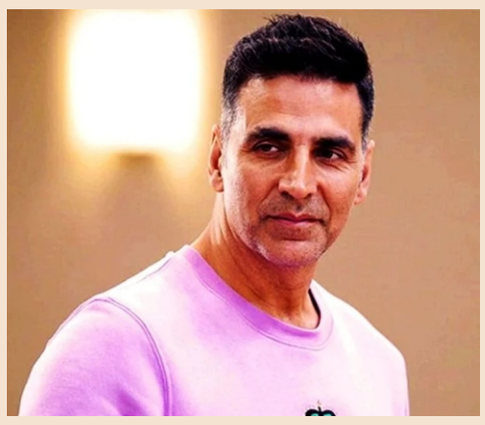

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারতের অযোধ্যায়, যেখানে হনুমানকে রামভক্ত হিসেবে সম্মানিত করা হয়, সেখানে সম্প্রতি এক বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছেন বলিউড অভিনেতা অক্ষয় কুমার। অযোধ্যার বানরদের জন্য খাদ্য সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে তিনি ১ কোটি রুপি অনুদান দিয়েছেন। এই উদ্যোগটি অঞ্জনেয় সেবা ট্রাস্ট নামক একটি সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে, যা বানরদের দৈনন্দিন খাবারের ব্যবস্থা করছে। স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, অযোধ্যায় রামমন্দিরের আশপাশে বেশ কিছু হনুমান বা বানরের দেখা মেলে। তবে খাবারের অভাবে তারা প্রায়ই দুর্ভোগে পড়েন। মানুষের সাহায্য ছাড়া তাদের জন্য খাবার জোগাড় করা সম্ভব ছিল না। অক্ষয়ের এই উদ্যোগে বানরদের জন্য খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা আরো সুদৃঢ় হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

অক্ষয়কে এই উদ্যোগের জন্য অনুরোধ জানিয়েছিল সংস্থাটি। অভিনেতা তার দানে কেবল বানরদের খাদ্য সমস্যার সমাধান করতে চান না, বরং তিনি মানুষের সহানুভূতিরও উদাহরণ স্থাপন করতে চান। ১ কোটি রুপি দান করে প্রমাণ করেছেন যে, খিলাড়ি কেবল একজন অভিনেতা নন, বরং একজন সমাজসেবকও।

এটি প্রথমবার নয়, এর আগে গত আগস্টে মুম্বাইয়ের হাজি আলি দরগার উন্নয়নে প্রায় সোয়া এক কোটি টাকা দান করেছিলেন অক্ষয়। তিনি নিয়মিতভাবে সমাজকল্যাণমূলক কাজে যুক্ত থাকেন, যা তার মানবিকতার পরিচায়ক।

পার্নোর খোলামেলা পোশাকে উত্তাল নেটদুনিয়া

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : টালিউডের জনপ্রিয় মুখ পার্নো মিত্র। যিনি অভিনয়ের পাশাপাশি সোশ্যাল মিডিয়াতেও বেশ সরব থাকেন। লম্বা সময় ধরে বড় পর্দা থেকে দূরে থাকলেও তার জনপ্রিয়তায় মোটেও ভাঁটা পড়েনি।

ইনস্টাগ্রামে মাঝে মধ্যেই পার্নোকে সাহসী অবতারে দেখা যায়। অভিনেত্রীর কাছে সাহসী বা বোল্ড পোশাক পরার জন্য মেদহীন শরীরের প্রয়োজন হয় না। যে কারণে প্রায়শই মনোকিনিতে হাজির হন তিনি।

সম্প্রতি কালো রঙের মনোকিনিতে পুলের নীল জলে চোখে কালো রঙের সানগ্লাসে দেখা মিলেছে অভিনেত্রীর। বৃষ্টির মধ্যেই পার্নো ডুব দিয়ে ছবি তুলেছেন, ভিডিও করেছেন। সেসব ইনস্টাগ্রামে আপলোড করেছেন।

অভিনেত্রীর যে আগের স্লিম ফিগার নেই তা দেখেই বোঝা যাচ্ছে। অনেকটাই ওজন বাড়িয়েছেন তিনি। তবে সেসব নিয়ে ভক্তদের মাথাব্যথা নেই। বরং নেটিজেনরা অভিনেত্রীর এই রূপেরই প্রশংসায় মেতেছেন।

চলতি বছরের শুরুর দিকে শ্রীলঙ্কায় ভ্যাকেশনে গিয়েছিলেন পার্নো। সেখান থেকে তিনি একাধিক বিকিনি লুকের ছবি পোস্ট করেন। যেখানে তার শরীর দেখে বোঝাই যাচ্ছ, অল্প-বিস্তর মেদ জমেছে। তবে সেই শরীরেই তিনি উষ্ণতার পারদ চড়িয়েছিলেন। নেটিজেনদের নজর কেড়েছেন।

এখন অভিনেত্রীকে খুব একটা টালিউড পার্টিতেও দেখা যায় না। বরং কনটেন্ট ক্রিয়েটার নিরঞ্জনের সঙ্গেই ঘরোয়া পার্টি, বাড়ির পূজা ও বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায় পার্নোকে। শাড়ি থেকে ওয়েস্টার্ন সবকিছুতেই দারুণভাবে নিজেকে ফিট করে নিতে পারেন অভিনেত্রী। তার পোস্ট করা সেসব ছবি ও ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় পারদ চড়ায়। একসময় অভিনেত্রীর অভিনয় দর্শকদের কাছে প্রশংসা পেয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনে একাধিক সম্পর্কে জড়ালেও এই মুহূর্তে তিনি নিজেকে সিঙ্গল বলেই দাবি করে থাকেন।

বর্ষসেরা ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সেরা ক্লাব হিসেবে ঘোষণা করা হলো রিয়াল মাদ্রিদের নাম। ব্যালন ডি'অর অনুষ্ঠানের জায়ান্ট স্ক্রিনে গত মৌসুমের সাফল্য চিত্র তুলে ধরা হলো দলটির। কিন্তু পুরস্কার নেওয়ার কেউ নেই। রিয়াল মাদ্রিদের কেউ যে আসেনি ব্যালন ডি'অর অনুষ্ঠানে! 'ফ্রান্স ফুটবল'-এর আয়োজিত অনুষ্ঠান আগেই বয়কট করেছে মাদ্রিদের ক্লাবটি।

এবারের ব্যালন ডি'অর জয়ে ফেভারিট ধরা হচ্ছিল ভিনিসিয়ুস জুনিয়রকে। কিন্তু অনুষ্ঠানের আগে রিয়াল মাদ্রিদ জানতে পারে, পুরস্কারটি জিতছেন না ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড। বিজয়ী নির্ধারণের মানদণ্ড সঠিকভাবে প্রয়োগ না হওয়ায় ব্যালন ডি'অর অনুষ্ঠান বয়কটের ঘোষণা দেয় রিয়াল।

রিয়াল মাদ্রিদ নাকি জানতে পেরেছে এবারের ব্যালন ডি'অর জিততে যাচ্ছেন রোদ্রি। ম্যানচেস্টার সিটির হয়ে প্রিমিয়ার লিগ ও স্পেনের জার্সিতে ইউরো জয়ের কারণে স্প্যানিশ মিডফিল্ডারের হাতে উঠতে যাচ্ছে পুরস্কারটি। যদি এই মানদণ্ডে রোদ্রি ব্যালন ডি'অর জেতেন, তাহলে পুরস্কারটি দানি কারভাহালের জেতা উচিত বলে মনে করেছে রিয়াল। কারণ ডিফেন্ডার কারভাহাল রিয়ালের হয়ে লা লিগা ও চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতার পাশাপাশি স্পেনের হয়ে ইউরোও জিতেছেন।

বার্তা সংস্থা এএফপিকে মাদ্রিদের ক্লাবটি জানিয়েছিল, মানদণ্ডের বিচারে ভিনিসিয়ুস জুনিয়রকে যদি ব্যালন ডি'অর না দেওয়া হয়, তাহলে সেই মানদণ্ডের বিবেচনায় পুরস্কারটি পাওয়া উচিত দানি কারভাহালের।

ব্যালন ডি'অর হয়তো

ভিনিরই জেতা উচিত ছিল: গার্দিওলা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রিয়াল তারকা ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের অবিশ্বাস্যভাবে ব্যালন ডি'অর না জেতা নিয়ে এখন সরগরম ফুটবল দুনিয়া। এই ব্রাজিলিয়ান মিডিফিল্ডারের প্রতি 'অন্যায়' করা হয়েছে বলে অধিকাংশের মত। সেই একই সুরে কথা বললেন কিংবদন্তী কোচ পেপ গার্দিওলাও।

তার দলের তারকা রদ্রি পুরুস্কার জিতলেও তিনি নিজের শিষ্যকেই যোগ্য বলেননি। উল্টো চলমান বিতর্ক উস্কে দিয়েছেন, হয়তো ব্যালন ডি'অর ভিনির জেতা উচিত ছিল মন্তব্য করে।

গার্দিওলা বলেন, 'এটা (ব্যালন ডি'অর) কি ভিনিসিউসের জেতা উচিত ছিল? সম্ভবত।'

তবে ফরাসি সাময়ীকির দেয়া এ পুরস্কারে যোগ্য প্রার্থী বাছাইয়ে একক কোনো দেশ বা ব্যক্তির কর্তৃত্ব যে নেই সেটাও মনে করিয়ে দিলেন তিনি। ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ-১০০ তে থাকা দেশের সাংবাদিকদের নিয়ে গঠন করা জুরি বোর্ড ফ্রান্স ফুটবলের বাছাই করা ৩০ জনের তালিকা থেকে সেরা পাঁচজনকে বেছে নেন। সেই তালিকায় সেরাদের সেরারাই জায়গা পান।

গার্দিওলা বলেন, 'ভোটটা দেন সাংবাদিকরাই। আপনি জানেন, কোনো অভিজাত শ্রেণীর মানুষ এ সিদ্ধান্ত নেন না। শুধু একটা দেশ থেকে নয়, সারা পৃথিবীর মানুষ থেকে ভোট আসে। সেখানে ভিন্ন মত থাকে এবং সেটাই ফুটবলকে সুন্দর করে তুলেছে, নাকি?'

এদিকে প্যারিসের মঞ্চে ভিনিসিউসের হাতে পুরস্কার উঠবে না জানার পর অনুষ্ঠান বর্জন করে তার ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদ। অন্যান্য পুরস্কার নেয়ার জন্য তার কোচ কার্লো আনচেলত্তি ও সতীর্থরাও সেখানে উপস্থিত হননি। তবে, নিজেদের খেলোয়াড় ব্যালন ডি'অর পাবেন না জেনে রিয়ালের অনুষ্ঠান বর্জন করাতে দোষের কিছু দেখেন না গার্দিওলা। যদিও তিনি স্প্যানিশ জায়ান্টদের ফল মেনে নেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। উদাহরণ টেনেছেন, গত মৌসুমে দারুণ পারফরম্যান্স করেও লিওনেল মেসির কাছে তার শিষ্য আর্লিং হলান্ডের ব্যালন ডি'অর হেরে যাওয়ার বিষয়টিও।

সিটি কোচ বলেন, 'এটা তাদের ইচ্ছে। তারা যদি স্বাগত জানাতে চায়, ভালো। যদি না চায়, তাও ভালো। অন্য ক্লাবের কী সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত ছিল সেটা ম্যানচেস্টার সিটির কেউ বিচার করবে না। উদাহরণস্বরূপ, গত মৌসুমে আর্লিং হলান্ড ট্রেবল জিতল, ৫০ গোলের বেশি করলো। আমি তাকে বলেছিলাম, শুধু সেখানে থাকাতেই তোমার খুশি হওয়া উচিত। রদ্রিকেও আমি একই কথা বলেছিলাম। যদি তুমি প্রথম দুই, তিন বা চারের মধ্যে থাকো, সেটা অসাধারণ। তোমার খুশি থাকা উচিত। গত মৌসুমে, আর্লিংয়ের জেতা উচিত ছিল? হ্যাঁ। মেসির জেতা উচিত ছিল, হ্যাঁ। কে জিতল সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তুমি এবং তোমার সতীর্থরা সে মৌসুমে দারুণ কিছু করেছে।'

এদিকে রদ্রির ব্যালন ডি'অর জেতাতে গার্দিওলা তুলনা করেছেন প্রিমিয়ার লিগ ও চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ের সঙ্গে। নিজের শিষ্যকে নিয়ে বেশ গর্বিতও তিনি।

৫৩ বছর বয়সি স্প্যানিশ এ কোচ বলেন, 'ক্লাব হিসেবে আমরা অনেক খুশি। রদ্রি এই ক্লাবের প্রথম ফুটবলার যে পুরস্কারটি জিতেছে। এটা অনেকটা প্রিমিয়ার লিগ ও চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ের মতো। আমরা অনেক গর্বিত।

আমাকে ব্যালন ডি'অর দিতে তারা প্রস্তুত নয় : ভিনি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : অনেকদিন ধরে গুঞ্জন উঠছিলো এবারের ব্যালন ডি'অর পেতে যাচ্ছেন ব্রাজিলিয়ান রিয়াল মাদ্রিদ ফরোয়ার্ড ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। কিন্তু পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের কয়েক ঘণ্টা আগে জানা গেল সেটি পাচ্ছেন না তিনি। যে কারণে রিয়াল মাদ্রিদের কেউই প্যারিসে যাননি।

স্প্যানিশ মিডফিল্ডার রদ্রির হাতে তুলে দেওয়া হয় এবারের ব্যালন ডি'অর। এতে অবশ্য ঘাবড়ে যাননি রিয়ালের তারকা ফরোয়ার্ড। মুখ খুলেছেন তিনি। সঙ্গে পাশে পেয়েছেন অনেককেই। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য তার সতীর্থরা। টনি ক্রুসসহ ভালভার্দে, চুয়ামেনি, কামাভিঙ্গারা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করে জানিয়েছেন ভিনির পাশে থাকার কথা।

অনেকটা আক্ষেপের সুরে ব্যালন ডি'অর নিয়ে ভিনিসিয়ুস সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে বলেন, 'এটা (ব্যালন ডি'অর) পেতে হলে আমাকে ১০ গুন ভালো করতে হবে। এটা আমাকে দিতে তারা প্রস্তুত নয়।'

রিয়ালের উরুগুয়ে মিডফিল্ডার ফেদে ভালভার্দে লিখেছেন, 'কোনো পুরস্কারের সাধ্য নেই বলার তুমি কতটা ভালো। আমি শুধু খেলোয়াড় হিসেবে মাঠে তোমার ঝলকের কথা বলছি না, মাঠের বাইরেও। ভালোবাসি ভাই।'

ফরাসি মিডফিল্ডার চুয়ামেনি লিখেছেন, 'তুমি কি দিতে পার সেজন্য তারা প্রস্তুত নয়। আমরা সব জানি ভাই।'

কামাভিঙ্গা প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন এইভাবে, 'ফুটবল রাজনীতি', আমার ভাই বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়, কোন অ্যাওয়ার্ড অন্য কিছু বলবে না। ভালোবাসি ভাই।'

ভিনির জাতীয় দলের সতীর্থ রিচার্লিসন লিখেছেন, 'ভিনির ব্যালন ডি'অর না পাওয়া বিব্রতকর ব্যাপার। আজ যদি কেউ হেরে থাকে তাহলে ফুটবল হেরেছে। তুমি বিশ্বের সেরা ভাই। কোন ট্রফি এটা বদলাতে পারবে না। এগিয়ে যাও আর চুপ থেকো না। আমরা পাশে আছি।'

রিয়ালের হয়ে গত বছর ছন্দে ছিলেন ভিনিসিয়ুস। দলটির হয়ে জেতেন স্প্যানিশ লা লিগা, সুপারকাপ ও চ্যাম্পিয়ন্স লিগ। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে এক গোলসহ ৬ গোল করে হন আসরের সেরা খেলোয়াড়। লা লিগায় করেন ১৫ গোল। সুপার কাপের ফাইনালে বার্সেলোনার বিপক্ষে করেন হ্যাটট্রিক।

ব্যালন ডি'অর নিয়ে রিয়ালের অভিযোগের জবাব দিলো ফ্রান্স ফুটবল

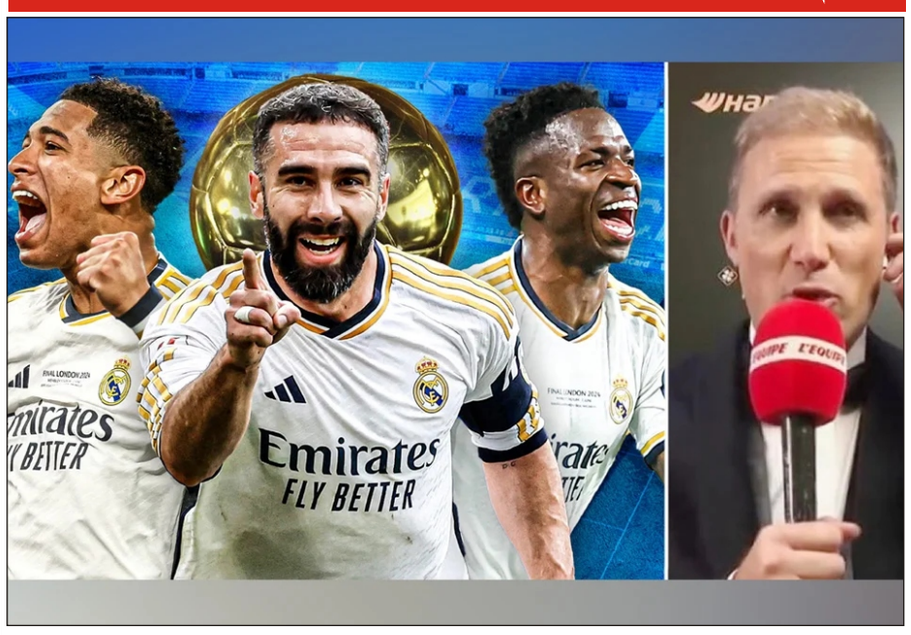

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : এবারের ব্যালন ডি'অরের দৌড়ে এগিয়ে ছিলেন রিয়াল মাদ্রিদ তারকা ভিনিসিয়ুস জুনিয়র, তারই ক্লাব সতীর্থ দানি কারভাহাল ও ম্যানসিটির রদ্রি। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আলোচনায় ছিলেন ভিনিসিয়ুস। কিন্তু একেবারে শেষমুহূর্তে গুঞ্জন রটে, ম্যানসিটির স্প্যানিশ মিডফিল্ডার রদ্রির হাতেই উঠছে বর্ষসেরার পুরস্কার। এরপর সত্যিই জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে রদ্রিকে ব্যালন ডি'অর বিজয়ী হিসেবে ঘোষণা করা হয়। আর তাতেই ক্ষোভে ফুঁসে ওঠে রিয়াল মাদ্রিদ। প্যারিসে ব্যালন ডি'অরের জমকালো অনুষ্ঠান বয়কটের পাশাপাশি অভিযোগের তির ছুঁড়ে দেয় তারা। ক্লাবটি দাবি করে, তাদের 'অসম্মানিত' করা হয়েছে। এবার রিয়ালের সেই মন্তব্যের জবাব দিলো ব্যালন ডি'অর কর্তৃপক্ষ।

মজার ব্যাপার হলো, এবার ব্যালনের লিস্টে ছিল রিয়ালেরই পাঁচজন ফুটবলার। যদিও তাদের মধ্যে কিলিয়ান এমবাপ্পে গত মৌসুমে খেলেছেন পিএসজির হয়ে। এর বাইরে ভিনির সঙ্গে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন জুড বেলিংহ্যাম ও কারাভাহাল। রিয়ালের মতে, কারভাহালকেও বঞ্চিত করা হয়েছে। ব্যালনজয়ী নির্ধারণে ভোট দেন ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ ১০০ দেশের সাংবাদিকরা। তাদের ভোটেই প্রেস্টিজিয়াস এই পুরস্কার ওঠে রদ্রির হাতে। এরপরই এএফপিকে রিয়াল মাদ্রিদ জানায়, 'পুরস্কার দেওয়ার যে মানদণ্ড, তার ওপর ভিত্তি করে বিজয়ী হিসেবে যদি ভিনিসিয়ুসকে বেছে না নেওয়া হয়, তাহলে একই মানদণ্ড বিচারে কারভাহালকে বিজয়ী হিসেবে চিহ্নিত করা উচিত। যেহেতু এমন কিছু হয়নি, তাই এটা পরিষ্কার যে ব্যালন ডি'অর-উয়েফা রিয়াল মাদ্রিদকে সম্মান করে না। আর যেখানে সম্মান নেই, রিয়াল মাদ্রিদ সেখানে যায় না।'

ব্যালন অনুষ্ঠান শেষে রিয়ালের অভিযোগ নিয়ে লেকিপে টেলিভিশনকে ফ্রান্স ফুটবল সাময়িকীর এডিটর-ইন-চিফ ভিনসেন্ট গার্সিয়া বলেন, 'নিশ্চিতভাবে ভিনিসিয়ুস সম্ভবত শীর্ষ পাঁচে থাকা বেলিংহ্যাম ও কারভাহালের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গাণিতিকভাবে তাদের কারণে পয়েন্ট ভাগাভাগি হয়ে গেছে। কারণ জুরির বোর্ডে রিয়ালের ৩-৪ জন থেকে একজনকে ভোট দিতে হয়েছে, তাতে লাভবান হয়েছে রদ্রি।'

গার্সিয়া আরও বলেন, 'আমি রিয়াল মাদ্রিদের জন্য বেশ চাপে ছিলাম, তেমনিভাবে অন্য ক্লাবেও এটা হয়ে থাকে। এসব ব্যাপারে আমি সবসময়ই স্পষ্ট, স্বচ্ছ ও নীরব থেকেছি। এমনটা সবার ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। আমি খুবই নিরানন্দের সঙ্গে অবাক হয়েছি তাদের (রিয়াল মাদ্রিদ) অনুপস্থিতির কথা জানতে পেরে।'

আগে থেকে বিষয়টা কেউ জানতে পারে না দাবি করে ফ্রান্স ফুটবলের এই কর্মকর্তা বলেন, 'আমরা প্রত্যেক ক্লাব ও খেলোয়াড়ের ব্যাপারে স্বচ্ছ। এই বছরও ব্যালন বিজয়ীদের আগে থেকেই বিষয়টি জানানো হয়নি। আমার মতে সবশেষ যখন বিষয়টি সামনে আসে, তখন সবারই তা মেনে নেওয়া উচিত। কিন্তু আমি জানি না কেন তারা এই নিয়মটি বদলাতে চাচ্ছে। যখন রিয়াল মাদ্রিদ তাদের সিদ্ধান্ত জানিয়েছে, আমি জানতাম না সেখানে এমন হতাশাজনক পরিস্থিতি ঘটছে।'

খেলোয়াড়ি জীবন ছেড়ে অস্ট্রেলিয়ার কোচিং স্টাফে ওয়েড

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দল থেকে বাদ পড়ার পর সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ বুঝে গিয়েছিলেন ম্যাথু ওয়েড। কোচিংয়ের প্রস্তাব পেয়ে আরও সহজ হয়ে গেল তার সিদ্ধান্ত নেওয়া। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খেলোয়াড়ি জীবনের ইতি টেনে অস্ট্রেলিয়ার কোচিং স্টাফে যোগ দিলেন ৩৬ বছর বয়সী কিপার-ব্যাটসম্যান।

পাকিস্তানের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে অস্ট্রেলিয়ার কোচিং স্টাফে কাজ করবেন ওয়েড। এর আগে পাকিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজেও কোচিং স্টাফে থাকবেন তিনি অনানুষ্ঠানিক ভূমিকায়। পাকিস্তানের বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়ার তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ শুরু আগামী সোমবার, তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু ১৪ নভেম্বর।

অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ৩৬ টেস্ট, ৯৭ টেস্ট ও ৯২ টি-টোয়েন্টি খেলেছেন ওয়েড। সবশেষ টেস্ট ও ওয়ানডে খেলেছেন তিনি ২০২১ সালে। মূলত টি-টোয়েন্টি দিয়েই টিকে ছিল তার আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার। তবে গত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ব্যর্থতার পর দলে জায়গা হারান তিনি। সামনের বিশ্বকাপে তাকিয়ে তারুণ্যে জোর দিচ্ছে অস্ট্রেলিয়া। ওয়েডের ফেরার সম্ভাবনা তাই ছিল সামান্যই। গত মার্চে তাসমানিয়ার হয়ে শেফিল্ড শিল্ড ফাইনাল খেলে লাল বলের ক্রিকেটকে বিদায় বাজান তিনি।

তার ক্যারিয়ারের সেরা মুহূর্ত নিঃসন্দেহে ২০২১ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়। সেমি-ফাইনালে ১৭ বলে ৪১ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে পাকিস্তানের বিপক্ষে দলকে স্মরণীয় এক জয় এনে দিয়েছিলেন তিনি। তিন ওভারে যখন প্রয়োজন ৩৭ রান, তখন হাসান আলির বলে ছক্কা ও চার মারার পর শাহিন শাহ আফ্রিদিকে টানা তিন ছক্কা মেরে ম্যাচ শেষ করে দিয়েছিলেন চোট নিয়ে ম্যাচটি খেলা ওয়েড।

টেস্টে চার সেঞ্চুরিতে ১ হাজার ৬১৩ রান করেছেন তিনি ২৯.৮৭ গড়ে, ওয়ানডেতে একটি সেঞ্চুরিতে ১ হাজার ৮৬৭ রান ২৬.২৯ গড়ে আর টি-টোয়েন্টিতে ১ হাজার ২০২ রান করেছেন তিনি ১৩৪.১৫ স্ট্রাইক রেটে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ছাড়লেও খেলা পুরোপুরি ছেড়ে দিচ্ছেন না তিনি। হোবার্ট হারিকেন্সের হয়ে বিগ ব্যাশে তাকে দেখা যাবে। সমসাময়িক আরও অনেক ক্রিকেটারের মতো বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগেও খেলে যাবেন কিছুদিন।

পাকিস্তানের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে অস্ট্রেলিয়ার প্রধান কোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ডের পাশাপাশি থাকছেন না ব্যাটিং কোচ মাইকেল ডি ভেনুটো ও স্পিন বোলিং কোচ ড্যানিয়েল ভেটোরি। সহকারী কোচ আন্দ্রে বোরোভেক পালন করবেন মূল কোচের দায়িত্ব। সহকারী কোচ হিসেবে দলে যুক্ত হবেন সাবেক ব্যাটসম্যান ব্র্যাড হজ। তাদের সঙ্গী হবেন ওয়েডও। ওয়েড জানালেন, অবসর নেওয়া ও কোচিংয়ে আসা, কোনো সিদ্ধান্তই হুট করে নেননি তিনি।

তিনি বলেন, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পরই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আমার সময় যে একরকম শেষ হয়ে গেছে, তা পুরোপুরিই বুঝতে পারছিলাম আমি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়া ও কোচিংয়ে আসা নিয়ে গত ছয় মাসে জর্জ বেইলি (নির্বাচক) ও অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ডের (কোচ) সঙ্গে নিয়মিতই আলোচনা চলছিল আমার। গত কয়েক বছর ধরেই কোচিং আমার ভাবনার সীমানায় ছিল এবং সৌভাগ্যবশত দারুণ কিছু সুযোগ আমার এসেছে, এজন্য আমি কৃতজ্ঞ ও রোমাঞ্চিত।

নিউজিল্যান্ডের কাছে

হোয়াইটওয়াশ হয়ে যা বললেন রোহিত

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারতের বিপক্ষে ভারতের মাটিতে টেস্ট সিরিজ জেতা রীতিমতো যুদ্ধ জয়ের মতো, হোয়াইটওয়াশ তো সেখানে বিশ্বযুদ্ধ জয়তুল্য ব্যাপার। হোয়াইটওয়াশের স্বাদ পেয়েছিল কেবল দক্ষিণ আফ্রিকা, ২৪ বছর আগের ওই সিরিজটি ছিল মাত্র ২ ম্যাচের। আর এবার ৩ ম্যাচের সিরিজে টিম ইন্ডিয়াকে প্রথম হোয়াইটওয়াশ করল নিউজিল্যান্ড।

এই নিয়ে হোয়াইটওয়াশ হওয়া নিয়ে এক প্রতিক্রিয়ায় মুখ খুলেছেন অধিনায়ক রোহিত শর্মা। তিনি বলেন, আমরা দল হিসেবে ভালো খেলতে পারিনি। প্রতিপক্ষ আমাদের চেয়ে ধারাবাহিক ছিল। আমরা ঠিকমতো রান করতে পারিনি। ঘরের মাঠে রবিবার তৃতীয় ও শেষ টেস্টে নিউজিল্যান্ডের কাছে ২৫ রানে হেরেছে ভারত। তিন ম্যাচ সিরিজে হয়েছে ৩-০ তে হোয়াইটওয়াশ। এমন লজ্জার পর ভারত অধিনায়ক রোহিত বলেন, 'টেস্টে সিরিজ হারা, ম্যাচ হারা কখনোই সহজ ব্যাপার নয়। এটি এমন এক ব্যাপার, যা সহজে হজম করার মতো নয়। আমরা আমাদের সেরা ক্রিকেট খেলতে পারিনি। অনেক ভুল করেছি সিরিজ জুড়ে। যেখানে, নিউজিল্যান্ড পুরো সিরিজে অনবদ্য ছিল।'

ব্যাটিং ব্যর্থতার প্রসঙ্গ তুলে রোহিত বলেন, 'প্রথম দুই ম্যাচে আমরা রানই তুলতে পারিনি। এই ম্যাচে আমরা ৩০ রানের মতো (২৮ রান) লিড নিয়েছি। যখন আপনি রান তাড়া করতে নামবেন, আপনার মাথায় থাকতে হবে বিষয়টি। সেভাবেই খেলতে হবে। অন্যথায়, জিততে পারবেন না। আপনার কোনো কৌশল কাজে দেবে না।'

স্বত্বাধিতকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR